গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.২০-১৭৫৮

তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
২৪ নভেম্বর ২০২১

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৪/১২/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৪/১১/২০২১
(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

অক্টোবর ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০২১
সময় : সকাল: ১০.৩০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৪ অক্টোবর'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অক্টোবর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	সেপ্টেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	অক্টোবর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৯	০০	০৯	০০	০০	০০	০৯
সওজ অধিদপ্তর	০২	০০	০২	০০	০০	০০	০২
বিআরটিএ	১১	০১	১২	০২	০০	০২	১০
বিআরটিসি	২৮	১০	৩৮	১১	০০	১১	২৭
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৫০	১১	৬১	১৩	০০	১৩	৪৮

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) জানান, এ বিভাগে বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ০১টি মামলায় বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। ২টি মামলায় ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। ০২টি মামলায় শুনানী শেষে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ০২টি মামলায় ব্যক্তিগত শুনানী শেষ হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জোনাল অফিস হতে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। ১টি মামলার শুনানী শেষে দন্ডারোপ করে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন। ১টি মামলার জবাব পাওয়া গেছে, শুনানীর দিন ধার্য রয়েছে। প্রতিটি মামলায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এ বিভাগে চলমান বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিটি মামলায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২টি। তন্মধ্যে ১টি মামলার অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। অপর ১টি মামলায় গত ০৭/১১/২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।	বিধিবিধান অনুসরণ করে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র ১২টি অনিষ্পন্ন মামলার মধ্যে অক্টোবর'২১ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে (১ জনকে চাকুরী হতে বরখাস্ত ও অন্য ১ জনকে তিরস্কার দন্ড)। বর্তমানে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে ২টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে যা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান। আদালতে ২টি ও দুদকে ৫টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ মাসে ১টি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সভায় চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	বিধিবিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সিদ্ধান্ত যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসিতে সেপ্টেম্বর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ২৮টি। অক্টোবর'২১ মাসে ১০টি মামলা রুজু এবং ১১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৭টি। তন্মধ্যে তদন্তাধীন ৩টি, শুনানী শেষে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে ৫টি, অভিযোগের জবাব দাখিল শেষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে ১০টি, অভিযোগের বিষয়ে জবাব দাখিলের পর্যায়ে আছে ৯টি মামলা। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ পক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে।	অনিষ্পন্ন মামলাগুলোর নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৩. <u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অক্টোবর'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থার নাম	সেপ্টেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	অক্টোবর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩২৪৪	৬১৫ (ডাটাবেইজ আপডেট করার কারণে)	৩৮৫৯	৩৫	৩৪	০১	৩৮২৪
বিআরটিএ	২৬৫	০৫	২৭০	০০	০০	০০	২৭০
বিআরটিসি	৯৬	০০	৯৬	০১	০১	০০	৯৫
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৩৬০৯	৬২০	৪২২৯	৩৬	৩৫	০১	৪১৯৩

উপসচিব (আইন) জানান, সেপ্টেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ছিল ৭০টি। তবে শাখায় রক্ষিত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে ১২৭টি মামলা পাওয়া যায়। মামলাগুলোর হালনাগাদ তথ্যের জন্য তালিকাটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এস্টেট ও আইন শাখায় পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ শাখা হতে বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৩৫টি মামলা নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে। আগামী সভার পূর্বেই একটি সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। একই সাথে শাখায় রক্ষিত তথ্য অনুযায়ী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ৪৮ টি মামলার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মামলাগুলোর হালনাগাদ তথ্যের জন্য তালিকাটি আইনজীবীদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য পাওয়ার পর সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হবে। আগামী সভার পূর্বে কনটেম্পট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলার সঠিক সংখ্যা এবং কোন ধরণের মামলা রয়েছে তা জানা সম্ভব হবে। কনটেম্পট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলার সঠিক সংখ্যা ও কি ধরণের মামলা তার সার্বিক বিবরণ প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: কনটেম্পট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলার সঠিক সংখ্যা ও ধরণ সম্পর্কে বিবরণ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল আইনজীবীদের সাথে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

সওজ অধিদপ্তর:

(ক) প্রধান প্রকৌশলী জানান, ডাটা বেইজ হালনাগাদ করার কারণে ৬১৫ টি মামলা নতুন করে অন্তর্ভুক্ত এবং ৩৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অক্টোবর'২১ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৩৮২৪টি। চলমান মামলাগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত আছে। ঢাকা সড়ক বিভাগের চলমান মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও সার্বিক পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ১০/১১/২০২১ তারিখে একটি সভা করা হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন যে, প্রতিনিয়ত মামলার রেফারেন্সে বকেয়া দাবীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বকেয়া সংক্রান্ত মামলাগুলোর পূঙ্খানুপূঙ্খ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অনেক ঠিকাদার সংশ্লিষ্ঠদের সাথে যোগাযোগ করে কাগজ-পত্র প্রস্তুত করে বকেয়া দাবী করে এবং পরবর্তীতে মামলা করে থাকতে পারেন। তাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীগণ যথাযথ প্রমাণাদি নিয়ে সময়মত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে মামলার ফলাফল সরকারের বিপক্ষে যাওয়ার কথা নয়। এ প্রেক্ষাপটে তাই ঠিকাদারদের বকেয়া দাবীর পরিমাণ সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত কিনা বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন সড়ক বিভাগে বা প্রকল্পের বকেয়া দাবী রয়েছে সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে বকেয়া দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধিবিধান অনুসরণ করার জন্যও প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

(খ) সড়ক বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করায় সভাপতি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) (১) বকেয়া সংক্রান্ত মামলাগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং ঠিকাদারদের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী বিশেষ গুরুত্বের সাথে যাচাই-বাছাই করতে হবে।

(ক) (২) কোন কোন সড়ক বিভাগে বা প্রকল্পের বকেয়া দাবীর তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করতে হবে এবং বকেয়া দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

(খ) বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ উপসচিব (আইন) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) উপসচিব (আইন) জানান, মোটরযানের ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় সৃষ্ট ২৮টি মামলার মধ্যে ২৭টি মামলার আর্জি সওজ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব ও উপসচিব (আইন)-কে মামলার আর্জিসমূহ পর্যালোচনার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) সওজ হতে প্রাপ্ত মামলার আর্জিসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে পরামর্শ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (আইন)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সেপ্টেম্বর'২১ পর্যন্ত পেন্ডিং মামলার সংখ্যা ছিল ২৬৫টি। অক্টোবর'২১ মাসে ৫টি মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৭০টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে সচিব, পরিচালক (সকল) ও বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে বিআরটিএ সদর দপ্তরে সভা করে পেন্ডিং মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দু'জন আইন উপদেষ্টাকে মামলাগুলো ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখাসহ আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, সেপ্টেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৬টি। অক্টোবর'২১ মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি এবং কোনো মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৫টি। অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ০৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কনটেম্পট মামলার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয় প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার রায় বাস্তবায়নপূর্বক কনটেম্পট মামলাটি সহসাই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **<u>অডিট আপত্তির বিবরণী:</u>**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	-	০২
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৮৮	১১২৬	৫,৬৫২	৬১০	-	৭,৩৮৮	০৪	৭৩৮৮
বিআরটিসি	১২৩৮	১৭৮	৯৬৯	৯১	-	১২৩৮	-	১২৩৮
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	০৭	১০	-	-	১৭	-	১৭
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৯৩৫	১,৩৫৯	৬,৮৭৪	৭০২	-	৮,৯৩৫	০৪	৮,৯৩১

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, সেপ্টেম্বর'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৩৫টি। অক্টোবর'২১ মাসে ৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৩১টি।

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) এ বিভাগের ২টি (১টি অগ্রিম ও ১টি খসড়া) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গত ৩০/০৯/২০২১ তারিখে এ বিভাগের ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তির উপর দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার চাহিদা অনুযায়ী প্রমাণক সংগ্রহ করা হয়েছে। শিঘ্রই পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। খসড়া আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের বিষয়ে যোগাযোগ আব্যাহত আছে।	(ক) আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং চাহিত প্রমাণক প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবর'২১ মাসে ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি মাসে ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনি জটিলতা সমাধানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন এবং এ বিভাগের পক্ষ হতে সচিব কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনি জটিলতা সমাধানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিরীক্ষা দপ্তরের সাথে সামঞ্জস্য বিধান (Reconcile) করে প্রত্যয়নপত্রসহ এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও সকল সড়ক বিভাগ অডিট অধিদপ্তরের সাথে Reconcile করতে না পারায় প্রত্যয়নসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারেনি মর্মে সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে।তবে সওজ অধিদপ্তরে মাঠ পর্যায়ের ৬৩টি অফিস হতে প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, প্রথমে স্ব স্ব অফিসে রেকর্ডভিত্তিক সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অফিসে রেকর্ডভিত্তিক সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হলে পরবর্তী সময়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে Reconcile করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সেটি প্রত্যয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ঘ) (১) বিষয়টি এ বিভাগের পক্ষ হতে সচিব কমিটির সভায় উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মাঠ পর্যায়ের সড়ক বিভাগসমূহ হতে রেকর্ডভিত্তিক সঠিক সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক তালিকা প্রত্যয়নসহ সার্কেল হতে জোন, জোন হতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে প্রধান প্রকৌশলীর প্রত্যয়নসহ তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান বিআরটিএ'র ২৮০টি অডিট আপত্তির মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির সর্বশেষ অবস্থা জানতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর হতে ২৪টি অডিট আপত্তির রেকর্ডপত্র পাওয়া গেলেও ৩৯ অডিট আপত্তির রেকর্ডপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অডিট অধিদপ্তর সাথে যোগাযোগপূর্বক রেকর্ডপত্র উদ্ধারের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিআরটিএ'র সার্কেল ও বিভাগীয় অফিসে এ সকল রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত থাকতে পারে মর্মে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অবহিত করেন। তাই সার্কেল ও বিভাগীয় অফিসে যোগাযেগ করে রেকর্ডপত্র উদ্ধারের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যানকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঙ)(১) নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ)(২) খুঁজে না পাওয়া অডিট আপত্তির রেকর্ডপত্র উদ্ধারে সার্কেল ও বিভাগীয় অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, গত ২৮/১০/২০২১ তারিখে মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর ১৬টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ১২টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে মার্চ-জুলাই'২১ এর মধ্যে ২৫টি অডিট আপত্তির কার্যপত্র এবং ০৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৩টি সাধারণ অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	(চ) ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ছ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের ডিজি মহোদয়ের সাথে শীঘ্রই আলোচনা করা হবে।	(ছ) DUTP প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের ডিজি মহোদয়ের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(জ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সহসাই নিষ্পত্তি হবে মর্মে ফাপাড হতে জানানো হয়েছে।	(জ) ডিএমটিসিএল লাই-৬ এর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঝ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সিভিল অডিটের ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তির বিবরণী পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে এ বিভাগের ৩টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২৮টি, বিআরটিএ'র ১০টি এবং ১টি ব্যক্তি পর্যায়ের (বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম অনুল্লিখিত)। অবশিষ্ট ১২টি আপত্তির বিবরণ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তিরর বিবরণী সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণের জন্য প্রশাসন শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান, সিভিল অডিটের আপত্তিসসমূহ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা হতে দ্রুত জবাব প্রেরণ ও সার্বিক সহযোগিতা করা হলে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির করা সম্ভব হবে। এছাড়া, তিনি আরো জানান, ২০১৮ ও ২০১৯ অর্থবছরের জন্য পরিবহন অডিট অধিদপ্তর হতে মঞ্জুরীভিত্তিক অডিট হয়েছে। অডিটআপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সিএএফও এর অফিসের মাধ্যমে সমন্বয় করা হচ্ছে। মঞ্জুরীভিত্তিক অডিট আপত্তির জবাবের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর একাধিক বার পত্র দেয়া হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। এছাড়া, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে প্রতি মাসে আরপিএডিপি'র খরচের হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছেনা এবং ১২৫টি এসই ইউনিটের বিল পাসের ভাউচার প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্ধারিত থাকলেও যথাসময়ে প্রেরণ করা হচ্ছেনা, কিছু কিছু পাওয়া গেলেও তাতে অনেক গড়মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। সিভিল অডিট ও মঞ্জুরীভিত্তিক	(ঝ) (১) সিএএফও এর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত সিভিল অডিটের ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং সওজ অধিদপ্তর হতে মঞ্জুরীভিত্তিক অডিট অপত্তির জবাব সিএএফও এর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঝ) (২) আরপিএডিপি'র খরচের হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং এসই ইউনিটের বিল পাসের ভাউচার	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অডিটের তথ্য সংগ্রহ করে জাবাব দ্রুত সিএএফও এর কার্যালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, আরপিএডিপি'র খরচের হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং এসই ইউনিটের বিল পাসের ভাউচার যথাসময়ে সিএএফও এর কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	যথাসময়ে সিএএফও এর কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনাসহ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ের অগ্রগতির তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	
	(ঞ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, গত অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার নির্দেশনা মোতাবেক প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগসমূহকে যথাযথ প্রমাণকসহ পুন:জবাব দাখিলে জন্য পত্র প্রেরণ ও তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলেও রাজবাড়ী সড়ক বিভাগ হতে কোন জবাব না আসায় এ সংক্রান্ত জবাব পিএ কমিটি বরাবর প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তথ্যাদি প্রেরণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তথ্যাদি না দেয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের খসড়া অডিট আপত্তি নিয়ে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেরী স্থাপন ও ভৈরব সেতু নির্মাণ প্রকল্পে রেলওয়ের কাছ থেকে লাইসেন্সকৃত ভূমি সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক আর ব্যবহৃত না হবার প্রমাণক দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক সরবরাহের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঞ) (১) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে দ্রুত পুন:জবাব পিএ কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তথ্য না দেয়ায় রাজবাড়ী সড়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে ব্যাখ্যা চেয়ে পত্র দিতে হবে। (ঞ) (২) রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উথ্যাপিত আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক সওজ অধিদপ্তর হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৩	৫	২৮	১	২৭	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১৬	১	১৭	১৭	১৬	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১৩	১৩	১৩	-	
বিআরটিসি		২৬৩	২	২৬৫	৩ (আংশিক)	২৬৫	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		৩০৩	২১	৩২৪	৩১	২৯৩	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সওজ অধিদপ্তর: (ক) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, জনাব খালেকুজ্জামান এর অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯টি তন্মধ্যে ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অগ্রিম ৬টি অডিট অপত্তির ওপর অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার অলোকে পুন:জবাব অডিট অধিদপ্তর হতে চাওয়া হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে পুন:জবাব না পাওয়ায় এগুলোর বিষয়ে নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। পুন:জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং পেনশন সংক্রান্ত অডিট আপত্তির পুন:জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
(খ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পেন্ডিং ২৩টি পেনশন কেইসের মধ্যে অক্টোবর ২০২১ মাসে ০১টি নিস্পত্তি এবং ০৫টি নতুন যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস সংখ্যা ২৭টি। তন্মধ্যে ২৬টি পেনশন কেইসই অডিট আপত্তির কারণে অনিস্পন্ন রয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অধিকাংশ ব্যক্তিরই একাধিক অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা গেছে আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি না হলে পেনশন প্রদানের সুপারিশ করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে পেনশন কেইসের সাথে সম্পর্কিত আপত্তিসমূহ নিয়ে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রেরণ করা হলে এ বিভাগ হতে সভা আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	(খ) পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং সভা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণের নিমিত্ত গত ১৩/১০/২০২১ তারিখ এ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, অডিট অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত চিহ্নিত করে চলতি মাসে এ সংক্রান্ত সভা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	(গ)পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে এবং অডিট অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০২১ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ২,৭৫,০০০ (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, অক্টোবর'২১ মাসে পেন্ডিং কোনো পেনশন কেইস নেই। নতুন আবেদন পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিস্পত্তি করা হয়। গত ২৭/১০/২০২১ তারিখ বিআরটিএ নোয়াখালী সার্কেলের সাবেক সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) অবসরপ্রাপ্ত এর মৃত্যুজনিত কারণে তার স্ত্রীর অনুকূলে পারিবারিক অবসর ভাতা/পেনশন মঞ্জুরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮'-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী খসড়ায় সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধনপূর্বক প্রেরণের জন্য গত ২৩/০৯/২০২১ তারিখ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সংশ্লিষ্টদের নিয়ে গত ১১/১১/২০২১ তারিখে সভা করা হয়েছে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংশোধন/পরিমার্জন করা হয়েছে। শিগ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ সংশোধন/পরিমার্জনের কাজ সম্পন্ন করে ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (সম্পত্তি/আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন: পরিমল কুমার রায়, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড জানান, চেয়ারম্যান ও সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে গত ১০/১০/২০২১ তারিখে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য সংশোধিত খসড়া বিধিমালা-২০২১এর কিছু সংশোধন/পরিমার্জন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রহণ শেষে অন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর অন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, সওজ কর্তৃক প্রণীত বৃক্ষরোপন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করা হয় এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সুপারিশে অনেক গুলোর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ ও সীমানা পীলার স্থাপনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী পক্ষ হতে ইতোমধ্যে প্রতিটি সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ কালে ল্যান্ড স্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন অংগ অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিটা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সভাপতি জানান, ল্যান্ড স্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের জন্য সড়কের রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ খুবই জরুরী। তাই প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ ও সীমানা পিলার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। প্রয়োজনে তারা স্থানীয় সার্ভেয়ার ও অভিজ্ঞ লোকবলের সহযোগিতা নিয়ে একাজটি সম্পাদন করতে পারে। (খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অতিরিক্ত সচিব পরিদর্শন রিপোর্টের বিষয়ে অবহিত করেন ২ জন কর্মকর্তার তথ্য একই দেখানো হয়েছে যা বাঞ্জনীয় নয়। পরিদর্শন শেষ রিপোর্ট প্রদানের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ল্যান্ড স্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী মহাসড়কে বৃক্ষরোপনের জন্য প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে মহাসড়কের রাইট আফ ওয়ে নির্ধারণ ও সীমানা পিলার স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং রিপোর্ট প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ মনিটরিং টীম প্রধান (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত অক্টোবর ২০২১ মাসের সমন্বিত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। কোন জেলায় কতটি নামজারি আবেদন করা হয়েছে, কতটি নামজারি সম্পন্ন হয়েছে তার তথ্য থাকা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। নামজারির বিষয়ে সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ এবং সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) কতটি নামজারি মামলা হয়েছে এবং কতটি নামজারি সম্পন্ন হয়েছে জেলাভিত্তিক তার তথ্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ সংগ্রহ করবে এবং নামজারির বিষয়ে সড়ক বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনার তালিকা চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা দেয়ার ফলে মাঠ পর্যায়ে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) মাঠ পর্যায়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ বিষয়ে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, বিবেচ্যমাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, গত ০৩/১০/২০২১, ০৪/১০/২০২১ ০৫/১০/২০২১, ১৪/১০/২০২১ ও ১৯/১০/২০২১ তারিখে রংপুর সড়ক জোনের আওতায় বিভিন্ন সড়ক বিভাগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-১: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প এলাকায় গত ২১/১০/২০২১ তারিখে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে ৪৪৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১৬৯২ শতাংশ জমি দখলমুক্ত হয় যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চলমান রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোন জানান, গত অক্টোবর মাসে নড়াইল জেলায় একটি উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হলেও স্থানীয় জনগণের বাধার কারণে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় এমপি মহোদয়ও উচেছদ না করার পক্ষে রয়েছেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা এর মাধ্যমে বিষয়টি ভাল করে জানার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোন আরও জানান, চলতি মাসের ১ ও ২ তারিখে মাদারীপুরে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু স্থানীয়দের বাধা এবং স্থানীয় এমপি মহোদয়ের নির্দেশে ৩/১১/২০২১ তারিখের উচ্ছেদ কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ০৩/১০/২০২১ ও ০৪/১০/২০২১ তারিখ সওজ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন শিকলবাহা (ওয়াইজংশান) হতে তৈলারদ্বীপ সেতু পর্যন্ত দোহাজারী সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কিলোমিটারে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৩৮০ টি কাঁচা/পাকা/আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ১৩টি বিলবোর্ড/ সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে ৪৮৯ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব জানান, ০৪/১০/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ৮৪টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		রাখতে হবে।	
	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। অক্টোবর'২১ মাসে প্রাপ্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১,৭৬১টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ৩২,৪০,১০০/- (বত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১২টি গাড়ি ডাম্পিং ষ্টেশনে এবং ৩৬ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেলের ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবর'২১ মাসে ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক ২৫টি মামলায় ৫০,৫০০/- (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। হাইওয়ের পাশাপাশি মহসড়কেও ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে এবং ইতোপূর্বে বন্ধ ঘোষণা করা ২২টি জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচলের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। **সওজ অধিদপ্তর** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, মহাসড়কের পাশে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি সিটি কর্পোরেশন ময়লা ফেলে। এ গুলো বন্ধ করার জন্য জোরালোভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত ক্ষমতা না থাকায় শক্তভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। বিষয়টি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত তাই মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদানের জন্য এস্টেট শাখা হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র লেখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোন জানান, এক এক জন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে এক এক ধরণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাই সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের একই ক্ষমতা দেয়া হলে কার্যকরভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্ভব হতো। সকলকে একই ধরণের ক্ষমতা দেয়ার জন্য এস্টেট শাখা হতে মন্ত্রিপিরিষদ বিভাগে পত্র লেখার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।	বিআরটিএ কর্তৃক ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়ক এবং ২২টি জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধসহ অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের ক্ষমতা প্রদান এবং সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের একই ধরণের ক্ষমতা প্রদানের অনুরোধ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৯.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৬১টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্টগুলির নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করে আগামী এক মাসের মধ্যে মালামাল হস্তান্তরের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হবে। (ক) (২) সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অবস্থিত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয় এলাকায় রাখা বেইলী ব্রিজ ও পুরাতন যন্ত্রাংশ (আনুমানিক ৩৭ টন) নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্নকরতঃ কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। (খ) অধিকাংশ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।	(ক) সওজ এর আওতাধীন অবশিষ্ট ৪টি সড়ক বিভাগের নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করে দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। (ক) বেইলী ব্রিজ ও পুরাতন যন্ত্রাংশ মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১০.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অক্টোবর'২১ মাসে প্রাপ্ত ১২টি অভিযোগে পাওয়া গিয়েছে। ১২টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০৪টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ০১টি বিআরটিএ এবং ০৭টি বিবিধ বিষয় সংশ্লিষ্ট। ১২টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। **Public Service Innovation:** (ক) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ এ্যাপসটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকারী কর্মকর্তাদের মতামত/সুপারিশ সহকারে প্রতিবেদন এ বিভাগের সচিব ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর গত ২১/১০/২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। রিপোর্টটি পর্যালোচনা	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ক) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ এ্যাপসটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন পর্যলোচনা করে	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আগামী সভায় অবহিত করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	কার্যক্রমের বিষয় আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়ে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হতে কিছুটা সময় লাগছে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শেষ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র সেবা অনলাইনকরণ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারনা বৃদ্ধির জন্য টিভিতে প্রচারের জন্য একটি বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বিগত সময়ে দপ্তর/সংস্থায় নির্বাচিত ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা ও ফলোআপ করার জন্য বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটির একটি সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবগুলো উদ্ভাবনী আইডিয়ার অগ্রগতির বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। শুরুতে ইটিসি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। (ঙ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, উদ্ভাবনী আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়ণের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে। ডিটিসিএ ব্যতীত সকল দপ্তর/সংস্থার উদ্বাবনী আইডিয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছে।	(ঘ) ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) ডিটিসিএ হতে উদ্ভাবনী আইডিয়ার তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
১১.	**ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম:** সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ডি-নথির সিস্টেম চালু ও বাস্তাবায়ন এবং ই-নথি কার্যক্রম সমস্যা সমাধানের বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। a2i এর প্রতিনিধি জানান যে ৩২টি বিভাগ/সংস্থায় ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ডি-নথির সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) বলেন, ই-নথি বিষয়ে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সিস্টেমে সমস্যা থাকায় ই-নথির ক্ষেত্রে এবিভাগের অবস্থান কি তা জানা সম্ভব হচ্ছেনা। তাই এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এপিএ'র বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ই-নথি ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সভাপতি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টকে পরামর্শ প্রদান করেন।	এপিএ'র বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ই-নথি ব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: সহকারি সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা আয়োজনের নিমিত্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ সময়ের মধ্যে প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। প্রোভাইডার নিয়োগ হলেই টোল প্লাজা স্থাপন করা হবে। সভাপতি সংশ্লিস্টদের নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম ফলোআপ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে এবং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদন প্রেরণের পর এতদবিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাসেক-১ ও সাসেক-২ তে টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে সার্ভে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান, সাসেক-২ এর টোল প্লাজা নির্মাণের বিষয়ে Concurrence এর জন্য এডিবিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সাসেক-১ এর টোল প্লাজা নির্মাণের জন্য গঠিত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি একটু যুক্ত করে বলেন সাসেক-২ এর আওতায় রংপুর জেলায় টোল প্লাজা নির্মাণ বিষয়ে কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্থান নির্বাচন করা হয়েছিলি। কিন্তু উক্ত স্থানে টোল প্লাজা নির্মাণে জেলা প্রশাসকের পক্ষ হতে আপত্তি রয়েছে মর্মে মৌখিকভাবে জানা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কমিটি, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা এবং প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শন করে সার্বিক বিষয় জানান জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (৩) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে ২১/১১/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(২) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং রংপুর জেলায় টোল প্লাজার স্থান নির্বাচনের কমিটি, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা এবং প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শন করে সার্বিক বিষয়টি জানতে হবে। (৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দ্রুত সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি জানান, এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিকাংশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পরিস্থিতি উন্নতি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বাকী কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। এ বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার কি পদক্ষেপ রয়েছে তা আগামী ৭দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগের উদ্যোগে একটি কর্মশালা আয়োজনের বিষয় সভাপতি জানতে চান। অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, কর্মশালা আয়োজনের সকল ধরণের প্রস্তুতি রয়েছে তবে কর্মশালার পূর্বে একটি ভিডিও চিত্র প্রস্তুত করতে হবে। ভিডিও প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষের দিকে, সচিব মহোদয়কে একবার দেখানো হয়েছে। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী স্ক্রিপটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ভিডিওটির সার্বিক দিক পর্যালোচনাপূর্বক উপস্থাপনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অবাস্তবায়িত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ রয়েছে তা আগামী ৭দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (খ) ভিডিওটির সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	ঙ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: প্রধান প্রকৌশলী জানান, মন্ত্রণালয় হতে ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলনের মূল্য যাচাইয়ের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। সাধারণত প্রক্কলন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সওজ এর পক্ষে ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলনের মূল্য যাচাইয়ের কোনো সুযোগ থাকেনা। সভাপতি অবহিত করেন জেলা প্রশাসকগণ যে সমস্ত তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করেন সেসকল তথ্য উপাত্তের সঠিকতা যাচাই বা জরিপকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন আন্তরিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে প্রাক্কলনে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ হয় না। তাই প্রাক্কলন প্রস্তুতের সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো ভাল করে পর্যালোচনা করার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্কলন প্রস্তুতের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ উপসচিব (জিএফডিপি)
	চ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৫টি (১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ১১টি, ৩য় শ্রেণির ২১টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১১টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ এবং পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও বিপিএসসি হতে অদ্যাবধি সুপারিশ পাওয়া যায়নি। ৩য় শ্রেণির ১৪টি পদের এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত লিখিত, ব্যবহরিক ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ২১-১১-২০২১ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী এক সপ্তহের মধ্যে নিয়োগ পত্র জারি করা হবে। **ডিটিসিএ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১১১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ৯টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি পদে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনের সময়সীমা	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
শেষ হওয়া পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ০৭-১৭ গ্রেডভুক্ত ৫টি ক্যাটাগরিতে ৩২ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ নতুনভাবে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ফরম পূরণপূর্বক প্রেরণ করা হলে ৮টি পদের সম্মতি পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৮টি পদ স্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সার-সংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা করা হয়েছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫৩৬টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় । নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) পদে ৭৬ জন লোক যোগদান করেছেন। ৩৬ জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের অনুমোদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ১৩/১১/২০২০ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২০২৪ টি আবেদন জমা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২৭টি পদ শূন্য রয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট শূন্য পদের মধ্যে ১০টি পদের নিয়োগের নিমিত্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৯/১০/২০২১ ও ৩০/১০/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিসেম্বর ৫ তারিখ হতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৩৬টি শূন্য পদ রয়েছে। **১ম** শ্রেণির ১৮০টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর (২৮+২১)=৪৯টি পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) হতে পদোন্নতি কোটায় প্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। **২য় শ্রেণির** ২২৮টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অফিসারের ১৫টি পদ মহাহিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৬৯২টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ১২/১১/২০২১ তারিখে সার্ভেয়ার ও ইলেকট্রিশিয়ান পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪১৪টি পদের মধ্যে অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ২৬/১১/২০২১ তারিখে সড়ক শ্রমিক পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে		
ছ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নক
	নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১' সংশোধিত খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া নীতিমালা বিভিন্ন মন্ত্রণায় ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হবে।	নির্ধারিত সময় পর প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপির ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ক. চট্রগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৬টি সেতু নির্মাণ কাজ চলমান। এছাড়া এ মহাসড়ক পিপিপি পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরটিসি, বুয়েটকে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রানজেকশন এডভাইজারদের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান এবং শিঘ্রই সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। তবে মাতারবাড়ী পোর্ট নির্মাণ, মাতারবাড়ী পোর্ট সংযোগসড়ক নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ এবঙ দোহাজারী হতে কক্সবাজার রেল লাইন নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান আঞ্চলিক মহাসড়ক (R-170) পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং (ঈদমনি) মহাসড়ক অংশের মিসিং লিংক ঈদমণি-চৌফলদন্ডী-কক্সবাজার (খুরুস্কুল) অংশের ৩৬ কিলোমিটার উন্নয়ন সমন্বিতভাবে বিবেচনা করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। অন্যদিকে জাইকা চট্রগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ৫টি স্থানের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। এ পরিস্থিতিতে পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও জাইকার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি সামগ্রিক বিবেচনায় উপযুক্ত নেটওয়ার্ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন এবং বর্তমানে উন্নয়ন কাজ চলমান।	ক. চট্রগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। এ অর্থবছরে চরসিন্দুর সেতুতে এবং সদ্য উদ্বোধনকৃত পায়রা সেতুতে ১টি লেনে ETC চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসকল সেতুর সকল লেনে ETC চালুর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং চরসিন্দুর ও পায়রা সেতুতে পর্যায়ক্রমে সকল লেনে ETC চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে।		

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৪(চৌদ্দ)টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৫,৫৭৬(পঁচিশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। (খ) রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠান (কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লিঃ, ওভাই সলিউশনস্ লিঃ, ইজিয়ার টেকনোলজিস্ লিঃ) এবং পরবর্তীতে আরও একটি প্রতিষ্ঠান (আকাশ টেকনোলজি লিঃ)সহ মোট ৪টি প্রতিষ্ঠান-কে পত্র দেয়া হয়েছে। (গ) রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে অ্যাপস ব্যবহার ব্যতিত চুক্তি ভিত্তিক যাত্রী পরিবহন এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায় সংক্রান্ত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি শিরোনামে গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দৈনিক সমকাল এবং ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ভোরের কাগজ, মানব কণ্ঠ, দৈনিক বর্তমান, দৈনিক আমার সংবাদ ও দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। (ঘ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) নবায়নের জন্য তাগিদ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ সংশোধনের নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬/১০/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী ডিটিসিএতে প্রেরণ করা হয়েছে।	সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

২৪/১১/২০২১

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব